দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের হার বেড়েছে

গ্রামে-গঞ্জে, হাওরে-পাহাড়ে বেড়ে উঠা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও আজ বিদ্যালয়মুখী। যে সব মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের ছিল এক ধরনের অনিহা। আজ সেই সব অভিভাবকরাই তাদের মেয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছে। মোট কথা, দেশে এখন শিক্ষার চাহিদা তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশে তৈরি হয়েছে শিক্ষার এই চাহিদা। তাই উৎসাহী হয়ে স্কুলে ভর্তি হচ্ছে মেয়েরা যার সংখ্যা এখন ছেলেদের চেয়েও বেশি। জানাচ্ছেন মোহাম্মদ ওমর ফারুক

দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী অগ্রযাত্রার এক অভাবনীয় চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর সেটা হলো প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের হার। যেখানে ১৯৯১ সালে প্রাথমিকে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল ৪৫ শতাংশ, ২০০০ সালে ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। সেখানে ২০১৩ সালের সর্বশেষ জরিপে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ দাঁড়িয়েছে অর্ধেকেরও বেশি ৫২ শতাংশ। বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন ২০১৪ এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি ১শ মেয়ে শিশুর মধ্যে ৯৩ জন এবং প্রতি ১শ ছেলে শিশুর মধ্যে ৯০ জন প্রাথমিকে ভর্তি হয়। এছাড়া মাধ্যমিকেও প্রতি ১শ ছাত্রের মধ্যে ৪৪ জন এবং প্রতি ১শ ছাত্রীর মধ্যে ৫১ জন ভর্তি হয়। জেনেভা ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ওই প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের সূচকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও নারীর অংশগ্রহণের সূচকে এই অঞ্চলের প্রথম ১০টি দেশের একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে; বিশেষ করে স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর হার ৯৪.৭ শতাংশ। ছেলেদের হার ৮৭.৮ শতাংশ। ছেলের চেয়ে মেয়ে ভর্তির হার ৭ শতাংশ বেশি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে সম্প্রতি প্রকাশিত জেনেভাভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন-২০১৪' এ বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের (এনরোলমেন্ট) সূচকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিকে এখন ৯৮ লাখ ৪ হাজার ২০ ছাত্রী পড়াশোনা করছে। আর ছাত্র পড়ছে ৯৭ লাখ ৮০ হাজার ৯৫৩ জন। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার ছিল ৭৮.৫ শতাংশ, সেখানে ২০০৭ সালে এ হার বেড়ে প্রায় ৯৫ শতাংশে পৌঁছেছে। প্রতি বছর ১.৮ শতাংশ হিসাবে এ হার বাড়ছে। তবে শহর আর গ্রামে এখনও নারী শিক্ষায় বৈষম্য আছে। এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে মেয়েদের ভর্তির হার ৫০ শতাংশও ছাড়ায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর নীতি-কৌশলের কারণেও মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার বেড়েছে। ৯৭ ভাগ মেয়ে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, যা উন্নয়নশীল বিশ্বে সর্বোচ্চ।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞ রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার সমতা অর্জনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তন হলেও শিক্ষা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারটি আরও শক্ত হয়েছে। সরকারি হিসেবেই এখনো প্রায় এক চতুর্থাংশ শিশু ঝরে পড়ছে বিদ্যালয় থেকে। বেসরকারি হিসেবে যেটি আরো বেশি অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ। বিদ্যালয় থেকে শিশুদের, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করতে সামাজিক নিরাপত্তা আরো বাড়াতে হবে বলে মনে করেন তিনি। এর পাশাপাশি স্থানীয় সরকারকে আরো বেশি শক্তিশালী করার উপরেও জোড় দেয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি? কারণ বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে, মেয়ে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আর অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে স্থানীয় সরকারই বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলেই তাঁর ধারণা। অন্যদিকে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী আশ্রাফ জানান, আজ থেকে সাত আট বছর আগেও মেয়েদের অভিভাবকরা তাদের মেয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে দিতে আগ্রহী ছিলো না। আমরা তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে তাদের মেয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলাম তবে এখন অভিভাবকদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারা স্বইচ্ছায় তাদের মেয়ে সন্তানদের এখন বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে থাকে। তাছাড়া জেলা, উপজেলায় প্রাথমিক অধিদপ্তরের কার্যক্রম এর জন্য প্রশংসার দাবিদার।